দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 07 2006 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

দেশের খবর

জবিতে ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী ক্লাস বিমুখ

মহিউদ্দিন আহমেদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী ক্লাসবিমুখ হয়ে পড়ছে। এ নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলেও শিক্ষক ও চেয়ারম্যানরা উদ্বিগ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী ন্যূনতম ৬০% ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে সে শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এতে ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে, বাকি শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। এহেন উদ্ভট সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করে কর্তৃপক্ষ সকল শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দিয়ে দিচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা ক্লাস ফাঁকি দেয়ার জন্য আরও উৎসাহী হয়ে উঠবে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছে। অনার্স ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষের ফরম পূরণের সময় বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির করুণ দশা। ইতিহাস বিভাগে ৩০ শতাংশ উপস্থিতদের পরীক্ষার অনুমতি দেয়ার পরও অনেক শিক্ষার্থী বাদ পড়ে যায়। এভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিভাগে এ পরিস্থিতি প্রকট আকার ধারণ করেছে। শিক্ষার্থীদের ক্লাস ফাঁকি দেয়ার পিছনে একাধিক কারণ জানা গেছে– বিশ্ববিদ্যালয়টি অনাবাসিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বাসা ভাড়া ও অতিরিক্ত সেমিস্টার ফী বহন করতে হয়। তাই তারা কোন না কোন কাজ করতে গিয়ে ক্লাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আসলেও ক্লাসে উপস্থিত হয় না। নেতাদের সুপারিশে তারা পরীক্ষার অনুমতি পেয়ে যায়। তাদের সম্বন্ধে ছাত্র নেতাদের মন্তব্য, ক্লাস না করলে কি হইছে মিছিল-মিটিংয়ে তো ঠিকমতো অংশগ্রহণ করেছে। এসব শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার অনুমতি না দিলে বিভাগ ভাঙচুর ও শিক্ষকদের লাঞ্ছিত হতে হয়। কিছুদিন আগে ছাত্রদলের কয়েক কর্মীকে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি না দেয়াতে প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভাঙচুর করেছে এবং ৫ শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছে। এ ঘটনা ঘটিয়েছে ছাত্রদলের সোনার ছেলেরা। এ নিয়ে তদন্ত কমিটিও হয়েছে। তবে ক্লাসবিমুখ সমন্ধে শিক্ষার্থীরা বলেছে ভিন্ন কথা। তাদের ভাষ্য, বেশিরভাগ শিক্ষক ক্লাসে বিশ্লেষণভিত্তিক আলোচনা করে না। কোন রকম বই পড়ে চলে যায়। এদের মধ্যে কিছু শিক্ষক আছেন অযোগ্যতার কারণে আলোচনা করতে পারেন না। আবার কেউ কেউ প্রাইভেট পড়ানোর আশায় ভাল আলোচনা করে না। তাই ক্লাস না করে-বাসায় প্রাইভেট পড়ায় তারা অভ্যস্ত
হয়ে পড়ছে। আবার শিক্ষক সং
ক্লাসরুম সঙ্কটের কারণে রুটিন মোত
ক্লাস করতে এসে প্রতারিত হয়ে ফিরে
হয় শিক্ষার্থীদের। কলা অনুষদের শিক্ষা
নন-মেজর বিষয় বাংলাদেশের অর্থনীতি
বছরে একটি ক্লাসও হয়নি বলে শিক্ষ
অভিযোগ করেছে। এ নিয়ে বিং
চেয়ারম্যানদের কাছে অভিযোগ করেও
ফল পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে ইং
বিভাগের ক্লাস টিচার সহযোগী অ
সৈয়দা শায়লা তায়েফ বলেন, এ
শিক্ষার্থীকে ক্লাসমুখী করার জন্য f
হিসাবে যা করার প্রয়োজন আমরা তার
করেছি। তিনি বলেন, আমরা প্রতি
শেষ সপ্তায় উপস্থিতির মূল্যায়ন করি।
একটি করে মূল্যায়ন পরীক্ষা নিয়েছি।
১শ' ভাগ বা বেশি যে ছাত্র উপস্থিত থ
তাকে বর্ষ শেষে পুরস্কৃত করার ে
দিয়েছি। তবুও শিক্ষার্থীরা ক্লাসমুখী হচে
হয়ত কোথাও ভুল থাকতে প
একাডেমিক কাউন্সিল বিষয়টি খতিয়ে ে
সমস্যার সমাধান হতে পারে।

শিক্ষক ও চেয়ারম্যানরা উদ্বিগ্ন ॥ একাডেমিক কাউন্সিলের কোন প্রতিক্রিয়া নেই